বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়,কৃষি ব্যাংক ভবন

৮৩-৮৫ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০।

আইন বিভাগ

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

নং সার্কুলার লেটার নং- ০৩/২০২০/২০২৯/৮৩

তারিখঃ ১৬-০৮-২০২০খ্রিঃ

১। মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয়
২। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
৩। সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

"বিষয়টি অতীব জরুরী"

বিষয়ঃ **শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসকল্পে অর্থঋণ আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও নিষ্পত্তির সময়ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন প্রসঙ্গে।**

প্রিয় মহোদয়,

অর্থঋণ আদালতসহ অন্যান্য আদালতে বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগ হতে প্রাপ্ত ৩০-০৬-২০২০ তারিখ ভিত্তিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কুষ্টিয়া এবং ফরিদপুর বিভাগের মামলা নিষ্পত্তির হার সন্তোষজনক হলেও চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের মামলা নিষ্পত্তির হার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অনেক কম যা খুবই হতাশাজনক। উল্লেখ্য, বিগত অর্থ বছরে এলপিও এর অধীনে পরিচালনাধীন একটি মামলাও নিষ্পত্তি হয়নি, যা হতাশাজনক ও মোটেও কাম্য নয়। বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তদুপরি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ লিটিগেশন -১ অধিশাখায় ০৯-০১-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ১০ বছরের বেশী সময় ধরে অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগ হতে মামালা সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ১০ বছর এবং তদুর্ধ্ব সময় যাবৎ ব্যাংকের বেশ কিছু মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে । উক্ত মামলাসমূহ যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহন পূর্বক দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার বিপরীতে অনেক সময় ঋণ গ্রহীতা উচ্চ আদালতে আপীল/ রিভিশন/ রীট পিটিশন দাখিলের মাধ্যমে মামলা স্থগিত করে থাকেন। ফলশ্রুতিতে মামলায় জড়িত ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ৩০-০৬-২০২০ তারিখে ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণ স্থিতি ২২৪৫৫.০২ কোটি টাকা। উক্ত ঋণ স্থিতির বিপরীতে মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ২৭৩২.৭১ কোটি টাকা। অপরদিকে ব্যাংকের শুধুমাত্র অর্থঋণ আদালতে ১২৪৭ টি মামলার বিপরীতে জড়িত টাকার পরিমাণ ১৬৮৭.১০ কোটি টাকা, যা ব্যাংকের মোট শ্রেণীকৃত ঋণের প্রায় ৬২%। বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক। উক্ত শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংক বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন। তদুপরি অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), ২০২০-২০২১ এ মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসকল্পে ৩০-০৬-২০২০ তারিখ ভিত্তিক অর্থঋণ আদালতে বিচারাধীন মামলায় জড়িত অর্থ আদায়/শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে বিভাগওয়ারী নিম্নরূপ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলো ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	বিভাগ ভিত্তিক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		বিভাগ ভিত্তিক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অর্জন		২০১৯-২০ অর্থ বছরের অর্জনের শতকরা হার	৩০-০৬-২০২০ ভিত্তিক মামলার অবস্থা		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আদায়ের/হ্রাসের ডিসেম্বর/২০২০ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আদায়ের/হ্রাসের জুন/২০২১ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	
		সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
০১	ঢাকা	৫৬	১৮৫.০৬	৩২	৪১.৪৪	৫৭%	২৬৮	৮৮৪.২০	৪০	১৩২.৫০	৮০	২৬৫.২৬
০২	চট্টগ্রাম	২৮	১১০.০৮	০৩	১৬.১৫	১১%	১৩৯	৫৩৮.১৯	২১	৮০.৫০	৪২	১৬১.৪৫
০৩	খুলনা	৫৫	২১.২৭	২৩	৩.৩৫	৪২%	২৫৭	১০৩.০১	৩৮	১৫.৪৫	৭৭	৩০.৯০
০৪	কুষ্টিয়া	১৬	২.৩৮	১৫	০.৮৮	৯৪%	৭৪	১১.৫৩	১১	১.৭৫	২২	৩.৪৫
০৫	বরিশাল	৫৮	০.৬০	৩৬	০.১৭	৬২%	২৫৬	২.৮১	৩৮	.৪২	৭৭	০.৮৪
০৬	সিলেট	০৮	২.৯৩	০৩	২.৮৩	৩৭%	৪২	১৩.১৭	০৭	১.৯৭	১৩	৩.৯৫
০৭	ফরিদপুর	০৫	০.৩৯	০৪	০.০৮	৮০%	২৪	২.০৫	০৪	.৩০	০৭	০.৬১
০৮	কুমিল্লা	১৭	৫.০৪	১৩	০.৪১	৭৬%	৭২	৩৫.৮৭	১১	৫.৩৮	২২	১০.৭৬
০৯	ময়মনসিংহ	১৭	২.৯৭	০৬	০.২৪	৩৫%	৭৯	১৪.৫৯	১২	২.১৮	২৪	৪.৩৭
১০	এলপিও	০৭	১৬.৯২	-	২.৯৪	০০%	৩৬	৮১.৬৮	০৬	১২.২৫	১১	২৪.৫০
মোট ঃ		২৬৭	৩৪৭.৬৩	১৩৫	৬৮.৪৯	৪৯%	১২৪৭	১৬৮৭.১০	১৮৮	২৫২.৬৮	৩৭৫	৫০৬.০৯

০২। বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ পত্র প্রাপ্তির ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অঞ্চলওয়ারী বন্টন পূর্বক উহার কপি অত্র বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

০৩। আলোচ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনাসহ প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো ঃ

(ক) **মামলা তদারকী নিশ্চিত করনঃ** প্রত্যেক অঞ্চল হতে মামলা তদারকির জন্য একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে নিয়োজিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো। উক্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে অঞ্চলের সকল অর্থঋণ মামলার জোর তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রত্যেক মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে অঞ্চলের সকল মামলার তথ্য রেজিষ্টারে সংরক্ষণসহ Data base সংশ্লিষ্ট Software এ মামলার হালনাগাদ তথ্য upload করতে হবে। মনিটরিং এর স্বার্থে মামলার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর অত্র বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) **আইনজীবীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করনঃ** অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর আওতায় ৪৬ ধারায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দায়ের যোগ্য মামলা দায়ের করতে হবে। মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি বিধান সম্পর্কিত সম্যক ধারনা/সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে ব্যাংকের মামলা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবেন। মামলা দায়েরের পর আইনজীবীর সাথে মামলা পরিচালনায় তৎপর হতে হবে। অঞ্চল/বিভাগীয় পর্যায়ে ব্যাংকের মামলা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের সাথে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে যৌথ আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে যাতে মামলার সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনাসহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। উক্ত সভায় প্রয়োজনে আইন বিভাগের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন।

(গ) **বিআরপিডি-৫, তারিখ ১৬-০৫-২০১৯ এর বাস্তবায়ন ঃ** অঞ্চল এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ব্যাংকের শীর্ষ-২০ খেলাপী ঋণ গ্রহিতাদের মধ্যে অদ্যাবধি যে সকল গ্রাহক বিআরপিডি-৫ তারিখ ১৬-০৫-২০১৯ এর আওতায় ঋণ পুনঃতফসীল এবং এককালীন এক্সিট এর সুবিধা গ্রহন করেননি তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামল সমূহ দ্রুত নিস্পত্তির জন্য নিবিড় মনিটরিং অব্যাহত রাখাসহ ব্যাংকের প্রচলিত বিধি মোতাবেক কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

(ঘ) **বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিস্পত্তি (ADR) ঃ** অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর অধীনে ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় এই আইনের ২২-২৫, ৩৮, ৪৪ক এবং ৪৫ ধারার বিধান মোতাবেক মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। এ পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা নিরসন তথা দ্রুত মামলা নিস্পত্তিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

(ঙ) **মামলা দায়েরে পূর্বে ১২ ধারা মতে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহনঃ** ঋণ আদালত আইন - ২০০৩ এর আওতায় মামলা দায়েরের পূর্বে এই আইনের ১২ ধারার মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। ১২ ধারা অনুযায়ী নিলাম বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে এবং যে সমস্ত জারী মামলায় আদালত কর্তৃক নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় সে সমস্ত মামলার ক্ষেত্রে ব্যাংকের সমুদয় পাওনা পরিশোধে আগ্রহী এমন তিন বা ততোধিক বিডার সংগ্রহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শাখাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে স্থানীয় ধনাঢ্য/গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করে নিলামে ডাককৃত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

(চ) **বন্ধকী সম্পত্তি ভোগ দখল ও বিক্রয়ের অধিকার ঃ** ডিক্রীর দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে ন্যস্তকৃত বন্ধকী সম্পত্তি মাননীয় আদালত কর্তৃক ডিক্রীদারকে অর্থ ঋণ আদালত আইন - ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারা মোতাবেক ভোগদখলের অধিকারসহ নিজ উদ্যোগে বিক্রি করার অধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এহেন অবস্থায় শাখা ব্যবস্থাপককে ৩৩(১),(২),(৩) ও (৪) উপ- ধারা অনুসরন পূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিলাম বিক্রির ব্যবস্থা নিতে হবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যাংকের হালনাগাদ পাওনার চেয়ে বেশী হলে অতিরিক্ত অর্থ দায়িককে ফেরত দিতে হবে আর কম হলে বাকী পাওনার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ও সংশ্লিষ্টদের অন্যান্য সম্পত্তির তফসিল অর্ন্তভুক্ত করে ২৮ ধারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় জারী মামলা করতে হবে। এ পদ্ধতি অনুসরন করা হলে ঋণের টাকা দ্রুত আদায় করা সম্ভব হবে।

ছ) **বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব অর্পণঃ** ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তি একই আইনের ৩৩(৭) ধারা মোতাবেক ডিক্রিদারের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের সনদ বিজ্ঞ আদালত ডিক্রিদারকে প্রদান করতে পারেন। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হল বন্ধকী সম্পত্তির বাজার মূল্য অবশ্যই ব্যাংকের হালনাগাদ পাওনার চেয়ে বেশী হতে হবে। যদি সরেজমিনে দেখা যায় বন্ধকী সম্পত্তির বাজার মূল্য ব্যাংকের হালনাগাদ পাওনার চেয়ে বেশী তাহলে মালিকানা স্বত্বের জন্য আবেদন করতে হবে, অন্যথায় নহে। এ প্রক্রিয়া মামলা নিস্পত্তিতে সহায়ক ভুমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। মালিকানা স্বত্ব পাওয়া গেলে পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং ৭০/২০০০ তারিখ ১৮-১২-২০০০ এর নির্দেশনা অনুসরন করে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব বন্ধ করতঃ হিসাবের সমুদয় টাকা ১৩৬ অর্জিত সম্পদ খাতে স্থানান্তর করতে হবে। এতে মামলায় জড়িত বিপুল অংকের শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস পাবে।

(জ) **ডিক্রিকৃত টাকা যথাসময়ে আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণঃ**

ডিক্রিকৃত অর্থ পরিশোধের জন্য আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিক্রির নির্দেশনা মোতাবেক অর্থ আদায় না হলে ব্যাংক কর্তৃক ২৮ ধারার বিধান মতে ডিক্রির তারিখ থেকে ১ বছরের মধ্যে ডিক্রি জারী মামলা দায়ের করতে হবে, অন্যথায় মামলা তামাদি হয়ে যাবে,বিধায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিক্রিকৃত টাকা আদায়/জারী মামলা দায়ের করতে হবে ব্যর্থতায় দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্টদের উপর বর্তাবে।

(ঝ) **বহুল প্রচারিত জাতীয়/স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণঃ**

জারী মামলা দায়েরের পর আদালত কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রির জন্য ১৫ দিনের সময় দিয়ে আইন অনুযায়ী বহুল প্রচলিত একটি জাতীয় পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে একটি স্থানীয় পত্রিকায়ও নিলাম বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এ ব্যাপারে জাতীয় পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য জনসংযোগ ও প্রটোকল বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে ।

(ঞ) এভাবে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও যদি ক্রেতা পাওয়া না যায় তাহলে ব্যাংকের আইনজীবীর মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য আদালতের ডিক্রি মোতাবেক প্রাপ্য অর্থের চেয়ে কম হলে ৩৩(৫) ধারায় বন্ধকী সম্পত্তির ভোগ দখল ও বিক্রির অধিকার গ্রহণের আবেদন করতে হবে। এ পর্যায়ে ৩৩(৫) ধারায় ন্যস্ত সম্পত্তি বিক্রি না হলে সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য/সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে রক্ষিত মূল্য তালিকা/বর্তমান বাজার মূল্য থেকে ন্যস্ত সম্পত্তির মূল্য বাদ দিয়ে সময়মত ২য় জারী মামলা করতে হবে।

(ট) ইতোপূর্বে সম্পূর্ন টাকা আদায়ের মাধ্যমে যে সকল ঋণ হিসাব বন্ধ করা হয়েছে সে সকল ঋণ হিসাবের বিপরীতে যদি কোন মামলা অনিস্পন্ন থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে মামলাসমূহ নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

০৪। এমতাবস্থায়,বর্ণিত লক্ষ্যমাত্র অর্জনের নিমিত্তে উপরোল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ পরিপালনসহ যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহন পূর্বক অর্থ ঋণ আদালতসহ অন্যান্য আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হলো। ইতোমধ্যে বর্তমান অর্থবছরের ০১(এক) মাস অতিক্রান্ত হয়েছে এবং সকল আদালতের কার্যক্রম চালু হওয়ায় কালবিলম্ব না করে উপর্যুক্ত দিক নির্দেশনা অনুসরন পূর্বক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের দায়েরযোগ্য মামলা দ্রুত দায়ের এবং বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জোর প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,
27/08/2020
(মোঃ আজিজুল বারী)
মহাব্যবস্থাপক
ঋণ আদায় মহাবিভাগ

নং- সার্কুলার লেটার নং ০৩/২০২০ তারিখ ঃ - ঐ -

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা,ঢাকা।
০২। ষ্টাফ অফিসার, সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৩। ষ্টাফ অফিসার,সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা,ঢাকা।
০৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক,আইসিটি অপারেশন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা কে মূল পত্রটি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। নথি/ মহানথি।

আপনার বিশ্বস্ত,
২৭/০৮/২০২০
(মোহাঃ গোলাম মাহবুব)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)